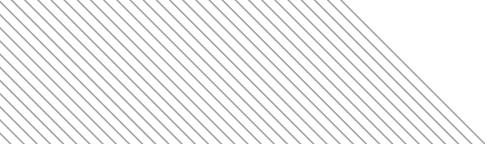




মুশাব্বির জীবনপঞ্জি



বই	মহানবির জীবনপঞ্জি
লেখক	মুসা আল হাফিজ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
বানান সমন্বয়	মুহিবুল্লাহ মামুন ও মাকামে মাহমুদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

মুহান্নাব্বির জীবনপঞ্জি

মুসা আল হাফিজ



মুহাম্মদ পাবলিশিং

মহানবির জীবনপঞ্জি

জুন : ২০২২ ইংরেজি

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৭-৮৫১৩৮০, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

পরিবেশনায়

দারুত তিবইয়ান

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭২২-৭৩ ০১ ৩১, ০১৩১৫-৬০ ৫১ ৩৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

www.wellreachbd.com

অথবা rokomari.com & wafilife.com -এ

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ₳ ২৩৫ US \$ 15, UK £ 10

MOHANOBIR JIBONPONJI

Writer : Musa Al Hafiz

Published by

Muhammad Publication

Islami Tower, UnderGround, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01317-851380, 01623-334342

<https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/>
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

স্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে
আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।



অর্পণ

ফরিদ আহমদ রেজা
মায়াবী আগুন



প্রকাশকের কথা

‘মহানবির জীবনপঞ্জি’ মূলত প্রিয় নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র জীবনভিত্তিক একটি কোষগ্রন্থ। এককথায় অনন্য শ্রমনিষ্ঠ সুচয়িত সুলিখিত একটি বই। বাংলা ভাষায় সিরাতচর্চার ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অনবদ্য সংযোজন এটি।

কী তথ্যে, কী বর্ণনায়, কী নতুনত্বে, কী বিনয়ে, কী নিষ্ঠায়, কী যাতার্থো, কী সাহিত্য-সম্মোহনে—একটি প্রামাণিক ও আকরগ্রন্থ হিসেবে এ বইয়ে নবিপ্রেমের যে প্রগাঢ় উন্মীলন ঘটেছে, তা এককথায় ঈর্ষণীয়।

এটি প্রথাগত কোনো বই নয়। প্রিয় নবিজির জীবনীর প্রতিটি প্রভাবশালী ঘটনা ও পদক্ষেপ এখানে অঙ্কিত। যা আপনি অনেকদিন ধরেই ব্যাকুল হয়ে খুঁজে চলেছেন হাজারো কিতাবের পাতায়, তা আপনি অনায়াসে এখানে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন—এমনই দুর্লভ ও অসাধারণ এক সিরাত-সংকলন এটি।

প্রিয় পাঠক, আসুন, ঈমানদীপ্ত এই বইয়ের অধ্যয়ন এবং সিরাতের অনুবর্তিতার মাধ্যমে আমরাও নবিপ্রেমের সাচ্চা দাবিতে আরও যত্নশীল, আরও তাজা হয়ে উঠি। নিজেদের জংধরা ঈমানকে নওল সূর্যের আলোয় রাঙিয়ে তুলি। ‘মহানবির জীবনপঞ্জি’ বাঙালির প্রতিটি ঘরে ঘরে পঠিত ও সমাদৃত হোক—এই প্রার্থনা।

মুসা আল হাফিজ। এ নামের সঙ্গে আপনাদেরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। এদেশে চিন্তা ও সাহিত্যজ্ঞানে তিনি এক বরেণ্য নাম; এই সময়ে বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তির অন্যতম কণ্ঠস্বর। তার সহৃদয় ভালোবাসা পেয়ে মুহাম্মদ পাবলিকেশন তার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করছে। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন। তার ছায়া আমাদের জন্য আরও প্রসারিত করুন।

বইটি প্রকাশে যথাসাধ্য সৌন্দর্য বিধানে চেষ্টা করেছে। ভুল এড়াতে যত্নবান থেকেছি। আল্লাহ আমাদের চেষ্টাকে কবুল করুন, ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। আল্লাহ মহাপবিত্র, খুঁতহীন ও সর্ব ত্রুটিমুক্ত। সকল প্রশংসা কেবলই তাঁর। আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আ-লিহি, ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লিম।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

১১ জুন ২০২২ খ্রি.

সূচিপত্র

মহানবির জীবনপঞ্জি ১৩

আবির্ভাবের কালে : অক্ষকার-১৫ নবুওয়াতপূর্ব জীবন-১৭

৫৭০ সাল	১৭
জন্ম	১৮
জন্মের বিশেষত্ব	১৯
বংশসূত্র	১৯
দুগ্ধপান	২০
আকিকা	২০
দ্বিতীয় হস্তিবর্ষ : ৫৭১/৭২ খ্রি.	২১
দুগ্ধপানের ধারা	২২
তৃতীয় হস্তিবর্ষ : ৫৭৩ খ্রি.	২২
চতুর্থ হস্তিবর্ষ : ৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ	২২
‘শাক্কে সদর’ বা বক্ষ বিদারণ করার রহস্য	২২
ষষ্ঠ হস্তিবর্ষ : ৫৭৬ খ্রি.	২৩
সপ্তম হস্তিবর্ষ : ৫৭৭ খ্রি.	২৩
অষ্টম হস্তিবর্ষ : ৫৭৮ খ্রি.	২৩
নবম হস্তিবর্ষ : ৫৭৯ খ্রি.	২৪
দ্বাদশ হস্তিবর্ষ : ৫৮২ খ্রি.	২৪
চতুর্দশ হস্তিবর্ষ : ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দ	২৫
ষোড়শ হস্তিবর্ষ : ৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দ	২৬
তারুণ্যে সাধারণ অবস্থা	২৭
২৫ হস্তিবর্ষ : ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ	২৮
৩৫ হস্তিবর্ষ : ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ	২৯
নববি জীবনের পরিক্রমা	২৯

মহানবির জীবনপঞ্জি ▶

নবুওয়াত লাভ ও নববি জীবন-৩১

৪০ হস্তিবর্ষ : ৬১০ খ্রি.	৩১
প্রথম আয়াত নাজিলের তারিখ	৩১
প্রথম ঈমান	৩২
নববি তৃতীয় বর্ষ : ৫১৩ খ্রি.	৩২
নববি পঞ্চম বর্ষ : ৬১৫ খ্রি.	৩৩
নববি ষষ্ঠ বর্ষ : ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ	৩৪
নববি সপ্তম বর্ষ : ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দ	৩৪
নববি দশম বর্ষ : ৬২০ খ্রি.	৩৫
একাদশ নববিবর্ষ : ৬২১ খ্রি.	৩৬
নববি দ্বাদশ বর্ষ : ৬২২ খ্রি.	৩৮
নববি ত্রয়োদশ বর্ষ : ৬২৩ খ্রি.	৩৯

মদিনায় সত্যের রাজধানী-৪২

হিজরি প্রথম বর্ষ : ৬২২ খ্রি.	৪৩
রবিউল আউয়াল মাসে মসজিদে নববির ভিত্তি স্থাপন	৪৬
হিজরি দ্বিতীয় বর্ষ : ২৬২৩ খ্রি.	৪৬
হিজরি তৃতীয় বর্ষ : ৬২৪ খ্রি.	৪৮
চতুর্থ হিজরি বর্ষ : ৬২৫ খ্রি.	৫০
হিজরি পঞ্চম বর্ষ : ৬২৬ খ্রি.	৫১
বনু কুরাইজা যুদ্ধ	৫২
শেয়ার ও অন্যান্য	৫২
৬২৭ খ্রি. ষষ্ঠ হিজরি	৫৪
সুন্নাহর ইসলাম গ্রহণ	৫৪
হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলি নিম্নরূপ	৬০
সন্ধির ফলাফল	৬০
হিজরি সপ্তম বর্ষ : ৬২৮ খ্রি.	৬১
বার্তাবাহকগণ	৬২
কায়সার	৬২
কিসরা	৬২
হিজরি সপ্তম বর্ষ : ৬২৮ খ্রি.	৬৪

অভিযানসমূহ সম্পন্ন করে ৬৬
অষ্টম হিজরি : ৬২৯ সাল ৬৮

মক্কাবিজয় ও মহামানবতার নবমাত্রা-৭০

৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ, নবম হিজরি	৭২
৬৩২ খ্রি. ১০ হিজরি	৮০
বিদায় হজ	৮২
নবিজির অভিভাষণ	৮৪
ইসলামের পূর্ণতা	৮৭
সাধারণ ভাষণ	৯২
রোগের নতুন মাত্রা	৯৩
ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে	৯৫
ওফাতের চার দিন পূর্বে	৯৭
ওফাতের দুদিন পূর্বে	৯৯
ওফাতের এক দিন পূর্বে	১০০
ওফাতের দিন	১০১
সাহাবিগণের শোকবিহ্বলতা	১০৪
দাফন-কাফন	১০৭
মহানবির পরিবার ও সন্তানসন্ততি	১০৮
বিশ্বনবির পরিত্যক্ত সম্পদ	১১০
তাঁর দেহাবয়ব	১১০
পরিশিষ্ট	১১২

রাসুলুল্লাহ সা.-এর সন্তানসন্ততি-১১২

নবিজির চার খলিফা	১১২
নবিজির চাচাগণ	১১২
তাঁর ফুফুগণ	১১২
নবিজির লেখকবৃন্দ	১১৩
নবিজির মুয়াজ্জিনবৃন্দ	১১৩
নবিজির নিয়োগকৃত শাসনকর্তাবৃন্দ	১১৩
নবিজির দেহরক্ষী	১১৪
খাদিমগণ	১১৫
নবিজির কবি ও বক্তাবৃন্দ	১১৫

মুক্ত দাস-দাসীগণ	১১৫
নবিজির যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সামগ্রী	১১৬
অন্যান্য আসবাব	১১৬
নবিজির বাহন ও পশু	১১৭

মহোত্তম চারিত্রিক গুণাবলি-১১৮
মানবজাতির প্রতি মহানবির জীবনাদর্শের প্রতিশ্রুতি!-১২৪





আবির্ভাবের কালে : অন্ধকার

জ্যোতি নেই কোথাও। কেবলই থইথই বর্বরতা, কেবলই থকথকে অন্ধত্ব। পরিত্রাণহীন দুঃখ, বিরতিহীন পাশবিকতা, প্রতিকারহীন দুঃশাসন। সত্যকে লাঞ্ছিত করছে মিথ্যা, ধর্মকে নির্বাসিত করছে অধর্ম, ন্যায়কে পদপিষ্ট করছে অন্যায়। তখন সুন্দর ও কল্যাণের জন্য চরম দুর্দিন, সদাচার ও সততার জন্য ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য ঘোরতর দুর্যোগ, নারী ও দুর্বলের জন্য মৃত্যুময় চারপাশ। কোনো নীতির শাসন তখন নেই, কেবলই চলছে ‘জোর যার মুল্লুক তার’—এর রাজত্ব। মানুষের সমাজ ও জীবন পাপাচার, ব্যভিচার ও স্বেচ্ছাচারের অন্ধ আঘাতে বিবস্ত্র। জুলুমের নিশ্চিহ্ন প্রাচীরের তলে জীবন ও জনতা; আরবে, দেশে দেশে, বিশ্বময়।

অন্ধকার যখন এতই ঘনীভূত, তখনই আলোর দরকার খুব বেশি। বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর জীবনে এমন পরিস্থিতিতে তাদের জন্য আল্লাহর নবির আগমন ঘটত। তারা সীমাবদ্ধ থাকতেন নিজের জাতির পরিসরে। জাতিগুলো তখন অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নপ্রায় জীবনযাপন করত। জাতিতে জাতিতে মেলামেশা ও বিনিময়ের সুযোগ ছিল না তেমন। নিজ নিজ ভৌগোলিক গণ্ডি আবদ্ধ রেখেছিল জাতীয় জীবনকে। সকল জাতির জন্য যৌথ শিক্ষার প্রচার তখন দুরূহ ছিল। বিভিন্ন জাতির অবস্থা ছিল পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। তাদের নীতি, আইন, সংস্কৃতি, আচরণ ও সমস্যা-সংকট ছিল পরস্পর থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থে আলাদা। ফলে খোদায়ি প্রজ্ঞার দাবি ছিল প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র নবির আগমন ঘটবে এবং তাদের জীবনসমস্যা ও বিদ্যমান বাস্তবতায় তাদের জীবনপথের পাথেয় সরবরাহ করবেন ঐশী আলোকে।

এভাবেই ক্রমে ক্রমে দুনিয়ার জাতিসমূহ নববি আলোকে শিক্ষিত ও আলোকিত হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের দ্বারা কবলিত হয়েছে। সত্য-মিথ্যা এবং হেদায়াত-জাহিলিয়াতের এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানবজাতি অপরিপক্ব অবস্থা থেকে ক্রমেই যৌবনের দিকে এগোতে থাকল। বাণিজ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির

আদান-প্রদান ও পারস্পরিকতার সম্ভাবনা প্রশস্ত হতে লাগল। মানবজাতি আন্তর্জাতিকতার বিশালতায় অবগাহনের জন্য প্রস্তুত। জাতীয় নবিদের শিক্ষার ধারা বহু সহস্রাব্দের ক্রমধারায় সম্পূর্ণতা ও সম্পন্নতার মোহনায় মিলিত হবে এখন। সকল শিক্ষা ও আদর্শের উপসংহার ঘোষিত ও বিস্তৃত হবে এবার। একটিমাত্র হেদায়াত ও আদর্শের মধ্যে সকল কালের, সকল নবির সকল বার্তার সকল সুন্দরতার মুখ দেখা যাবে। একটি মহাপাত্রে পরিবেশিত হবে সকল পাত্রের নির্যাস। বিচ্ছিন্ন প্রদীপের বদলে একটি সূর্য প্রদান করবে মিলিত আলো। যা হবে সবার, সকল জাতির, সকল প্রান্তের, সব মানুষের। এখন দরকার আন্তর্জাতিক নবি, সর্বমানবিক নবি, বিশ্বনবি।

বিশ্বপরিস্থিতি যেন তার আগমনের মঞ্চ তৈরি করেছে। আরব যেন তার কেন্দ্রবিন্দু। এশিয়া ও আফ্রিকার ঠিক কেন্দ্রস্থলে এই উপদ্বীপ, সভ্যজাতিসমূহ ইউরোপের যে অংশে বাস করত, আরব থেকে তা ভারতের চেয়ে বেশি দূরে নয়। তখনকার দুনিয়ার বড় বড় জাতি ও সভ্যতা আধিপত্যের লড়াইয়ে ক্লান্ত। ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু আরবরা হাজার বছর ধরে নিজেদের শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে মরুভূমিতে পড়ে আছে এক উজ্জ্বল বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। নতুন জীবনবাণীকে গ্রহণ ও ধারণের জন্য তারা ছিল তাজা তরুণ। অন্ধকারও সেখানে লাভ করেছিল ভয়াবহ বিস্তার। পাথর ও পুতুলের পূজা করত আরবরা, মেয়ে শিশুকে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করত, কাবাগৃহে অসংখ্য মূর্তিকে দিয়েছিল প্রতিষ্ঠা, হত্যা, যুদ্ধ, ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে উঠেছিল সাধারণ বাস্তবতা। দুর্বলমাত্রাই ছিল সবলের খাবার। সকল পথে, সকল শক্তি দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতি ও বৃহত্তর জীবন প্রবল গতিতে জাহান্নামের একেবারে প্রান্তদেশে উপনীত হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত নিজেদের বৃহত্তর জীবনকেই তারা করে তুলেছিল অলস জাহান্নাম। ঠিক তখনই স্বর্গের সুরভি নিয়ে, চিরসত্যের মহিমা নিয়ে, খোদায়ি প্রজ্ঞা ও পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিফলন হয়ে পৃথিবীতে আগমন ঘটে মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের।





নবুওয়াতপূর্ব জীবন

৫৭০ সাল

- নবিজি মাতৃউদরে। জন্মের ছয় মাস পূর্বে তাঁর সম্মানিত পিতা হজরত আবদুল্লাহ বাগিজ্য সম্পন্ন করে সিরিয়া থেকে ফেরার পথে ইয়াসরিব (বর্তমান মদিনা) নগরীর উপকণ্ঠে ইনতিকাল করেন। নাবেগা যাআদির বাড়িতে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় হজরত আবদুল্লাহর বয়স ছিল ১৮ বছর। তবে ঐতিহাসিক আল ওয়াকিদ লিখেন, ২৫ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। কারও কারও মতে, হজরত আবদুল্লাহর ইনতিকাল হয় মহানবির জন্মের দুই মাস পরে।^[১] মৃত্যুকালে সম্পদ হিসেবে তিনি রেখে যান পাঁচটি উট, এক পাল বকরি, একটি হাবশি দাসী। সেই দাসীর নাম ছিল বরকত, উপনাম ছিল উম্মে আয়মন।^[২]
- মহানবির জন্মের আগেই তাঁর আগমনের আলামত প্রদর্শিত হচ্ছিল, সুন্দরের আগমনধ্বনি উচ্চারিত হয়ে আসছিল। নিকটতম এক আলামত হলো ইয়েমেনের শাসক আবরাহা হস্তিবাহিনীর বিনাশ ও কাবার সুরক্ষা। সে ৬০ হাজার সৈন্য ও ১২টি হাতিসহ কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য এসেছিল। তার বাহিনী ইয়েমেন থেকে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে ৫৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে।

মক্কার উপকণ্ঠে বাহিনীটি হানা দিলে শহরের অধিবাসীগণ পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাদের বিশ্বাস, আল্লাহর ঘর রক্ষা করবেন স্বয়ং আল্লাহ। বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করবে, তখনই লোহিত সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে এলো। মুখে পাথরখণ্ড। বন্দুকের গুলির মতো তা নিক্ষিপ্ত হলো আবরাহা বাহিনীর ওপর। হাতিসহ গোটা বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। হাতিকে আরবিতে ফিল বলা হয়। এই বাহিনীকে আল

[১] ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৬, ১৫৮; ফিকহুস সিয়্যার, মুহাম্মদ গাজালি, পৃষ্ঠা : ৪৫; রহমাতুল লিল আলামিন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১; তাবাকাত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৯ পৃষ্ঠা : ইবনুল জাওযি, আল-ওয়াফা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৯।

[২] মুখতাসাতুস সিরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ১২; তালাকিহুল ফুহুম, পৃষ্ঠা : ১৪; সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬।

কুরআনে আসহাবুল ফিল বা হাতির বাহিনী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আরবরা এ ঘটনাকে ধরে বর্ষ গণনা শুরু করল। এ বছরকে বলা হতো আমুল ফিল বা হাতিবর্ষ।

ঘটনাটি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকের। ইবনু হাবিবের মতে, আরবি তারিখটি ছিল ১৭ মহররম, রবিবার।^[৩] এ হিসেবে নবিজির জন্ম হয় এ ঘটনার ৫৫ দিন পরে। তবে ইবনু কাসিরের মতে, উভয় ঘটনার মধ্যখানে ৫০ দিনের ব্যবধান। কেউ কেউ ব্যবধান দেখিয়েছেন ৪০ দিন। যদিও ১০ বছরের ব্যবধানের কথাও ভেবেছেন কেউ কেউ।^[৪]

জন্ম

- সেই মহাক্ষণ এলো, যার সৌভাগ্য মহাকালের সকল ক্ষণের অধিক। ঋতুটি ছিল বসন্তকাল। যা পৃথিবীকে উপহার দিলো মানবতার বসন্তকো। ১২ রবিউল আউয়াল, মোতাবেক ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ, ১৯ অক্টোবর, সোমবার সুবহে সাদিকের পরবর্তী ক্ষণ। ভোর আসছে। তখনই অস্তুহীন এক উদয় হয়ে মক্কা মুকাররমায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করলেন।^[৫]
- ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার দিন মহানবির জন্মের বর্ণনা বিখ্যাত হলেও সিরাত গ্রন্থসমূহে রয়েছে আরও নানা তারিখ। যেমন, রমজানের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণের বর্ণনা। আবদুল আজিজ হামাবি, ইমাম মাকরিজি, হাফিজ ইবনু আসাকির প্রমুখের উল্লেখে এ বর্ণনা বিবৃত হয়েছে। হাফেজ ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ হাফিজুল হাদিস কাজি জুবাইর ইবনু বাক্বারের সূত্রপরম্পরায় উল্লেখ করেন, মা আমিনার গর্ভধারণ হয় জিলহজ মাসের আইয়ামে তাশরিকের সময়, গর্ভধারণ করেন নয় মাস। মহান সন্তানের জন্ম হয় রমজান মাসের ১২ তারিখ।^[৬] ইবনু আসাকির একে উল্লেখ করেছেন শুয়াইব ইবনু শুয়াইব এবং তার পিতা ও দাদার পরম্পরায়। ইমাম ফাকিহি তার আখবারুল মক্কায় ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে এক দুর্বল সনদে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ও ওফাতকে ১ রবিউল আউয়ালের ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন।^[৭] ইমাম ওয়াকিদি আরেক দুর্বল সনদে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মকে ২ রবিউল আউয়ালের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন,^[৮] ইমাম জাওজির বিবরণীতে স্পষ্ট, নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্ম হয় ৮ রবিউল আউয়াল।^[৯] মাওলানা শিবলি নোমানি

[৩] আল-মুহাব্বার, ইবনু হাবিব, পৃষ্ঠা : ৭০।

[৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, হাফিজ ইবনু কাসির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৯৮।

[৫] আস-সিরাতুন নববিয়াহ, ইবনু কাসির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৯; তারিখু দিমাশক, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৯।

[৬] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৭৬।

[৭] আখবারুল মক্কা, ফাকিহি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৮৪।

[৮] তাবাকাতে ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০১।

[৯] আল-মুনতাজাম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪৬।

তাঁর ‘সীরাতুন নবী’ গ্রন্থে^[১০] মিশরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা ফালাকির গবেষণার আলোকে ৯ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রি. কে জন্মদিবস হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কাজি মুহাম্মদ সুলাইমান সালমান মানসুরপুরি তার ‘রহমাতুল লিল আলামিন’ গ্রন্থে^[১১] হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তারিখ হিসেবে ‘আমুল ফিল’ বা হস্তীবর্ষের ৯ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২২ এপ্রিল ৫৭১ খ্রি./ ১ জৈষ্ঠ্য ১২৮ বিক্রমী এর উল্লেখ করেছেন। সে সময় ছিল পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ার সিংহাসন আরোহণের ৪০তম বর্ষ এবং আলেকজান্দ্রিয়ান বর্ষপঞ্জি হিসেবে ৮৮২তম বর্ষ।

ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ তার ‘লে প্রফেত দে ইসলাম’ গ্রন্থে^[১২] উল্লেখ করেন, রাসুল সা.-এর জন্মসাল ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ। তবে ড. হামীদুল্লাহ তার অন্য এক গবেষণায় দেখিয়েছেন নবিজির জন্মের তারিখ ১৭ জুন ৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দ। মুহাম্মদ মতিউর রহমানকৃত ‘বাংলা একাডেমি ঐতিহাসিক অভিধান’ গ্রন্থে^[১৩] দেখানো হয়, নবিজির জন্মসাল ১ম হস্তীবর্ষের ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার মোতাবেক ২৯ আগস্ট ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

জন্মের বিশেষত্ব

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহর প্রদত্ত সম্মানের মধ্যে একটি হলো, আমি খাতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি। হজরত ইসহাক ইবনু আবদুল্লাহ হজরত আমিনা থেকে বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণকালে খুবই পাকপবিত্র ছিলেন। পবিত্র শরীরে কোনো প্রকার মলিনতা ছিল না।^[১৪]

বংশসূত্র

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশলতিকা তিনভাগে বিভক্ত। একটি অংশের বিশুদ্ধতার ওপর সকল ঐতিহাসিক আর সিরাত লেখক একমত। আর সেটা হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে আদনান পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও সিরাত লেখকদের মাঝে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। আর সেটা হলো আদনান থেকে শুরু করে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

[১০] ... খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭১।

[১১] ... খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০।

[১২] ... খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭; প্যারিস ১৯৫৯ খ্রি.।

[১৩] ... পৃষ্ঠা : ৪০, ঢাকা ১৯৬৭ খ্রি.।

[১৪] ড. ফাতেমুল বারি, হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪২৬; আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুত্তাফা, ইবনুল জাওযি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৭; যারকানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৪, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২২৪; মুয়াত্তা ইমাম মালেক, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৭১।

পর্যন্ত। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে আদনান হলেন হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর।

তৃতীয় অংশ হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে হজরত আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত। এটি অপ্রমাণিত এবং প্রধানত বাইবেলীয়।

- মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ, ইবনু আবদিল মুত্তালিব (শায়বা) ইবনু হাশেম (আমর) ইবনু আবদ মান্নাফ (মুগিরা) ইবনু কুসাই (যায়েদ) ইবনু কিলার ইবনু মাররা, ইবনু কাব ইবনু লুয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফাহার, (এর উপাধিই ছিল কুরাইশ গোত্র নামেই পরিচিত) ইবনু মালেক ইবনু নজর কায়েস ইবনু কেনানা ইবনু খোজায়মা ইবনু মাদরেকা(আমের) ইবনু ইলিয়াস ইবনু মোদান ইবনু নাজার ইবনু মাআদ ইবনু আদনান।^[১৫]
- মায়ের দিক থেকে বংশসূত্র : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিন আমিনা বিনতে ওহাব বিন আবদে মান্নাফ বিন জুহরা বিন কিলাব বিন মুররা। কিলাব পর্যন্ত পৌঁছে পিতা ও মাতা উভয়ের বংশ তালিকা একত্রিত হয়ে যায়। কিলাব বিন মুররাহ এর এক ছেলে জুহরা, অপর ছেলে কুসাই। কুসাই থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতৃনসব এবং কিলাবকন্যা জুহরা থেকে নবিজির মায়ের নসব পৃথক হয়।

দুধপান

জন্মের পর নিয়মমাফিক তাঁর মাতা হজরত আমিনা তাঁকে প্রায় সাত দিন পর্যন্ত দুধপান করান। এরপর আবু লাহাবের আজাদকৃত দাসী হজরত সুয়াইবা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে কয়েক দিন দুধপান করান। সে সময় সুওয়াইবাহের কোলের শিশুর নাম ছিল মাসরুহ।^[১৬]

আকিকা

জন্মের ৭ম দিনে আকিকা করা হয়। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সুন্নত মোতাবেক নবিজির দাদা আবদুল মুত্তালিব আকিকা করে তাঁর নাম রাখেন ‘মুহাম্মদ’ (মর্মার্থ : সমস্ত কল্যাণকর ও প্রশংসনীয় গুণাবলির সমাহার) কুরাইশগণ তখন বলল,

[১৫] ইবনু হিশাম ১ম খণ্ড, পৃ ২০, তালকিহে ফুহমে আহলুল আছার পৃ-৫, ৬, রহমাতুললিল আলামিন ২য় খন্ড, পৃ-১১, ১৪, ৫২

[১৬] তালকিহুল ফুহম, পৃষ্ঠা : ৪; মুখতাসারুস সিরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ১৩; আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা, ইবনুল জাওজি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৭।